ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 112 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬৮ ● কলকাতা ● ২০ আশ্বিন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৭ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 75

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

কারণ পুরুষ আর স্ত্রীর মধ্যে এত বেশী অসম্ভলন বিদ্যমান যে ঐ অসজ্বলনকে ঠিক করতে এখনও অনেক বৎসর লাগবে। সব সাধুদের জানা আছে যে তাঁদের চেষ্টাতেই এই অসম্ভলন ঠিক হবে না। তবুও প্রত্যেক সাধু নিজের জীবনকালে স্ত্রী ও পুরুষের অসজ্বলনের এই খাতকে নিজের তরফ থেকে বোজানোর, কম করার চেষ্টা করতেই থাকেন এবং করতেই থাকবেন।" এরকম বলে গুরুদেব চোখ বন্ধ করে নিলেন এবং তাঁর অনেক উপদেশ আমার ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে, এরকম আমার মনে হল।

গুরুদেবের এই গুহা এক বড় খাতের মধ্যে অনেক নীচে অবস্থিত ছিল।

ক্রমশঃ

নিরুত্তর নবান্ন !

ক্যানিংয়ের সাংবাদিক নিগ্রহ কাণ্ডে তদন্তের নামে চলছে প্রহসন

নুরসেলিম লস্কর, ক্যানিং

গণতন্ত্রের কণ্ঠ রোধ করতে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের মদতে বছরের পর বছর ধরে নিগ্রহের শিকার হয়ে আসছেন দৈনিক সংবাদপত্র 'রোজ দিন ' এর সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার আঠারোবাকি গ্রাম-পঞ্চায়েতের হেদিয়া গ্রামের বাসিন্দা আন্তর্জাতিক মানের সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার সহ তার সমগ্র পরিবার কে দিনের পর দিন বিভিন্ন ভাবে নিগ্রহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ! এমন কি মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে নাকি প্রাণে মেরে ফেলার চক্রান্তও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই সঙ্গে অভিযোগ, কখনো অন্যায় ভাবে তাঁর জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছে, কখনো পুকুরে বিষ দিয়ে

এরপর 3 পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কলকাতায় দুর্গাপুজোর মহোৎসবে এক ঝলক ঐতিহ্য আর সতেজতার আবহ নিয়ে এলো হামদর্দ ফুডস

নয়াদিল্লি, সেপ্টেম্বর 2025

দেশের অন্যতম বিশ্বস্ত স্বাস্থ্য ও সুস্থতা ব্র্যান্ডগুলির অন্যতম হামদর্দ ফুডস ইন্ডিয়া এবারে কলকাতার দুর্গাপুজোর উৎসব-আনন্দকে আরও রঙিন করে তুলতে নিয়ে এসেছে একাধিক বর্ণময় গ্রাহক নির্ভর কার্যক্রম। দমদম পার্ক সর্বজনীন, দমদম মিতালি, কাঁকুরগাছি, কুমোরটুলি পার্ক সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, শোভাবাজার, কলেজ স্কোয়ার এবং সিমলা ব্যায়াম সমিতির পূজোর মতো শহরের খ্যাতনামা প্যান্ডেলগুলোতে এই ব্র্যান্ডের সক্রিয় উপস্থিতি থাকছে। এইসব আইকনিক পূজোয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে হামদর্দ ফুডস ঐতিহ্যের আনন্দকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সাথে সাথে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের নাড়ির টানকে আরও সুদৃঢ় করছে।

শুদ্ধতা ও সুস্থতার উত্তরাধিকারের ধারক ও বাহক হিসেবে হামদর্দ ফুডস সবসময়ই মানুষের আনন্দ-উৎসবের সঙ্গী হওয়ায় বিশ্বাস রেখেছে। ব্র্যান্ডটির কাছে উৎসব শুধু উদযাপনের উপলক্ষ নয়; একই সাথে উপভোক্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার, যৌথ অভিজ্ঞতা গড়ে তোলার এবং আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার এ এক অনন্য সুযোগ। ব্র্যান্ডের আইকনিক মানসম্মত পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে হামদর্দ রুহ আফজা, সব মরশুমের সতেজ পানীয়; হামদর্দ খাঁটি/খালিস মসলা, শতবর্ষের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট মশলা যা প্রতিদিনের খাবারে যোগ করে রান্না নামক শিল্পের জাদুকরী ছোঁয়া; হামদর্দ কাচ্চি ঘানি সর্ষের তেল, উচ্চ গুণমান ও বিশুদ্ধতার প্রতি আস্থার প্রতীক। এভাবেই হামদর্দের প্রতিটি পণ্য উৎসবের রান্না ও রেসিপিকে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও স্বাদে অনন্য করে তোলে।

সমগ্র ভারতবর্ষ যখন আসন্ন জমজমাট উৎসবের সপ্তাহগুলিকে বরণ করে নেওয়ার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, সেই সময় হামদর্দ ফুডস সগর্বে মানুষের পাশে থেকে নিজেকে উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে যুক্ত করেছে। সারা দেশজুড়ে ঐতিহ্যের মহোৎসবের পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে পারিবারিক স্মৃতির অসংখ্য নতুন কিছু ফ্রেম। আমরা উপভোক্তাদের নিকটবর্তী উৎসব প্রাঙ্গণে এসে হামদর্দ ফুডসের স্টলে পা রাখার জন্য সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যেখানে তারা আমাদের সতেজ পণ্যের স্বাদ ও এক প্রাণোচ্ছল অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন।

খগেন-শঙ্করের উপর হামলা নিয়ে প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে সোমবার আক্রান্ত হয়ে হয়েছে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে। রীতিমতো রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে খগেন মুর্মুকে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গে গিয়ে সেই ঘটনা প্রসঙ্গেই প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান শঙ্কর ঘোষ। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বিজেপি নেতারা। তবে তৃণমূল নেতৃত্ব সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ

এরপর ৩ পাতায়

10 লক্ষেরও বেশি মানুষ নিয়মিত প্ল্যাটিনামআরএক্স থেকে ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধ অর্ডার করেন

কলকাতা, সেপ্টেম্বর 2025

প্ল্যাটিনামআরএক্স, একটি অনলাইন ফার্মেসি, রোগীদের তাদের মাসিক ওষুধের বিলের 50-60% সাশ্রয় করতে সাহায্য করছে। ভারত জুড়ে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এবং হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত 10 লক্ষেরও বেশি মানুষ এখন প্ল্যাটিনামআরএক্স মোবাইল অ্যাপ থেকে নিয়মিত অর্ডার করেন।

ভারতে, দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার রোগীরা প্রতি মাসে তাদের ওষুধের জন্য ₹2,000-₹5,000 খরচ করেন। এই উচ্চ ব্যয়ের কারণে, 70 কোটিরও বেশি মানুষ হয় চিকিৎসা এড়িয়ে যান অথবা চিকিৎসার সাথে লড়াই করতে বাধ্য হন।

PlatinumRx সাশ্রয়ী মূল্যে এই ধরনের ওষুধের জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় নামী ব্র্যান্ডের সাবধানে নির্বাচিত, উচ্চ-মানের জেনেরিক বিকল্প অফার করে। এই বিকল্পগুলির একই 100% লবণের গঠন রয়েছে এবং সরাসরি শীর্ষস্থানীয় ওষুধ কোম্পানিগুলি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

প্ল্যাটিনামআরএক্স প্রক্রিয়াটি নিরাপদ এবং সহজ রাখে, প্রতিটি অর্ডার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্টদের দ্বারা বিতরণ করা হয় এবং ওষুধগুলি সরাসরি দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়। কোম্পানিটি ভারত জুড়ে 20,000+ পিনকোডে প্রোডাক্ট সরবরাহ করে, মেট্রো শহরে একদিনে এবং অন্যান্য স্থানে 3-5 দিন ডেলিভারি সহ।

"প্ল্যাটিনিয়ামআরএক্সের জন্ম একটি সাধারণ বিশ্বাস থেকে, মানসম্পন্ন ওষুধ বিলাসিতা হওয়া উচিত নয়।" বলেন প্ল্যাটিনিয়ামআরএক্সের কো ফাউন্ডার, আশুতোষ পান্ডে । "দীর্ঘস্থায়ী রোগীরা আজীবন চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে। আমরা এই বোঝা কমাতে চাই এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সাশ্রয়ী করতে চাই।"

প্ল্যাটিনামআরএক্স প্রতিষ্ঠা করেছেন আইআইটি দিল্লি এবং আইআইএম কলকাতার প্রাক্তন শিক্ষার্থী আশুতোষ পান্ডে এবং পীযূষ কুমার।

(১ম পাতার পর)

নিরুত্তর নবান্ন ! ক্যানিংয়ের সাংবাদিক নিগ্রহ কাণ্ডে তদন্তের নামে চলছে প্রহসন

মাছ মেরে ফেলা হচ্ছে এমন কি দিনের পর দিন ধরে তাঁকে শারীরিক ও মানসিক ভাবেও হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ!

আর এই সমস্ত বিষয়ের কারণে দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে সাংবাদিকতা করে আসা ও এক দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক হওয়া সত্বেও মৃত্যুঞ্জয় বাবু এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। যে বিষয় কে কেন্দ্র করে রাজ্য প্রশাসনের কাছে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলে নবান্নে চিঠিও দেয় জাতীয় সাংবাদিক সংগঠন 'সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম' এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি মোঃ বাসিরুল হক। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল,'অবিলম্বে সরকারি ভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাঁর উপরে ঘটে চলা অন্যায় অত্যাচারগুলির নিরাপেক্ষ তদন্তের দাবিও তোলা হয়। তবে তা রাজ্য পুলিশ দিয়ে নয় সিআইডি বা সিআইবির মতো কোন তদন্তকারী সংস্থা কে দিয়ে।

তার পর থেকে কেটে গিয়েছে কয়েক মাস। নবান্ন থেকে কোন উত্তর আজও মেলেনি! মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তার পরিবারের নিরাপত্তারও কোন ব্যবস্থা হয়নি! ফলে দিন দিন আরও বেড়েই চলেছে হেনস্থা! অভিযোগ, কখনো তাঁর অসুস্থ শিশু কে স্কুল থেকে বাড়ি আনতে গেলে ক্যানিং আটো স্ট্যান্ডে মাফিয়ারা বিভিন্ন অজুহাতে আটো আটকে রাখে দীর্ঘক্ষণ! আবার মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বাবা লালু সরদার কে স্থানীয় বাজারে প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়া হয়! আর এই সমস্ত অভিযোগ আবার থানায় করা হলে নাকি পুলিশ মৃত্যুঞ্জয় বাবু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উল্টে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে দোষারোপ করতে থাকে। আর এহেন পরিস্থিতি তে মৃত্যুঞ্জয় সরদার জানান, " আমরা যারা নিরাপেক্ষ ভাবে সাংবাদিকতা করছি তাঁদের কে এভাবে কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা চলছে! তবে,আইনের উপরে এখনো আমার আস্থা আছে! আর এরাজ্যে তো কোন কিছু করতে গেলে বা পেতে গেলে কোর্টে যেতে হয় তাই আমি ভাবছি এবিষয়ে খুবই তাড়াতাড়ি আমারও সেই পথে হাঁটতে হবে! তবে, যাই হয়ে যাক আমি অন্যায়ের কাছে মাথা নত কোন দিন করিওনি আর করবোও না! তাতে আমার মৃত্যু হলেও না!" আর এই ঘটনাটির নিরপেক্ষ তদন্ত ও দ্রুত পদক্ষেপের দাবিতে ইতিমধ্যেই সাংবাদিক মহলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।সেই সঙ্গে স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেন, গণতন্ত্রে এক সাংবাদিকের কণ্ঠরোধের চেষ্টা দিনের পর দিন ধরে চলতে পারে কীভাবে, আর নবান্নই বা নীরব কেন?

(২ পাতার পর)

খগেন-শঙ্করের উপর হামলা নিয়ে প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর

জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষ ক্ষোভে এই হামলা চালিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী থেকে সুকান্ত মজুমদার, সবাই ওই ঘটনার নিন্দা করেছেন।বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবাই একসঙ্গে সঙ্কটের পরিস্থিতি মোকাবিলা করা দরকার। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না, এমন কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে, যা কাম্য নয়। কারও উপর কোনও আঘাত নয়। যে যার মতো আসবে কথা বলবে চলে যাবে। সবার অধিকার আছে।

আসুন সবাই মানুষের পাশে এসে দাঁড়াই।" সেই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন, "৩০-৪০টি গাড়ি নিয়ে বন্যা কবলিত এলাকায় গেলে ক্ষোভ বাড়ে।" তবে এই মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা মানতে নারাজ বিজেপি। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার বক্তব্য, ভাল ভাল কথা বলে বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'হামলাকারীদের শাস্তি কী করে হবে! আগে থেকে জেনেও পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিল না?

এখন তৃণমূলকে আড়াল করার জন্যই মমতা এসব বলছেন।' বিজেপি নেতার দাবি, তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হোক। এদিন নাগরকাটায় পরিদর্শনে যাওয়ার পর আচমকা হামলা হয় খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের উপর। তাঁরা যে গাড়িতে ছিলেন, সেটিতে ইট-পাথর ছুড়ে কাচ ভেঙে ফেলা হয়, পিছন থেকে সাংসদের উপর হামলা হয় বলেও অভিযোগ। মুখ ফেটে রক্ত বেরতে শুরু করে খগেন মুর্মুর।

ময়নাগুড়ি বন্যা পরিস্থিতির এলাকায় উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রামমোহন রায়

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বন্যার প্লাবিত এলাকায়। সকাল থেকেই ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হল জলঢাকা নদী সংলগ্ন এলাকায়। সেই খবর শোনা মাত্রই , পৌঁছে যান বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জলপাইগুড়ি তৃণমূল জেলার যুব সভাপতি রামমোহন রায় তিনি প্রশাসনের সঙ্গে তাঁর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বন্যা প্লাবিত এলাকার বাড়ির ভিতর থেকে মানুষকে উদ্ধার করে, নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। আচমকায় এই বন্যায় হতবাক মানুষজন।বন্যা প্লাবিত এলাকা মানুষের জন্য শুকনো খাবার, পানীয় জল, এবং সমস্ত এলাকায় ত্রাণ শিবিরের আয়োজন করেন, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বন্যা প্লাবিত এলাকা মানুষের অনেকের ঘর বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে অনেকটা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।কার্যত এই বন্যা পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন মানুষজন।

তবে যতদিন অব্দি বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় ততদিন সমস্ত মানুষের পাশে থেকে খাবারের ব্যবস্থা করে

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

বাংলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতার উপর হামলা', তীব্র প্রতিবাদ বিজেপির

খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল বিজেপি। দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে করে কড়া বার্তা দেওয়া হল রাজ্য তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী ওই ঘটনার পর প্রশ্ন তুলেছেন, 'তবে কি বাংলায় সাংসদ ও বিধায়কও নিরাপদ নন?'এদিকে, উত্তরবঙ্গে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সবাই একসঙ্গে সঙ্কটের পরিস্থিতি মোকাবিলা করা দরকার। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না, এমন কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে, যা কাম্য নয়। কারও উপর কোনও আঘাত নয়। যে যার মতো আসবে কথা বলবে চলে যাবে। সবার অধিকার আছে। আসুন সবাই মানুষের পাশে এসে দাঁড়াই।"সরকার ও ইন্ডিয়া জোট গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। উত্তর মালদহের সাংসদ খগেন মুর্মু এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা। তাঁর উপর হামলার ঘটন মোটেই ভালভাবে নেয়নি বিজেপি। সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, "একজন এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতার উপর আক্রমণ করা হয়েছে।

এটা ঠিক নয়।" এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "যখন প্রথম আদিবাসী হিসেবে প্রথমবার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হন দ্রৌপদী মুর্মু, তখন হার জেনেও তৃণমূল বিরোধিতা করেছিল। এই হামলা থেকেই বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার কতটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে।" এই প্রসঙ্গে সন্দেশখালির কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিজেপি নেতা মুখ্যমন্ত্রীরে নিশানা করে বলেন, "এই ঘটনা প্রত্যেক বাঙালির কাছে লজ্জার। এটা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা নয়। যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে আসন্ন ভোটে জবাব পাবেন মমতা। ফলাফল জেনেই তৃণমূল এই কাজ করছে।" বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(আটচল্লিশতম পর্ব)

ওয়ার্ড লিখেছেন, প্রতি মাসে প্রায় পাঁচ'শ জন মুসলমান এখানে পুজো দিয়ে যেতেন।

কালীঘাটে মূল পুজো আটটি- রক্ষাকালী, স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমী, মনসাপুজো, দুর্গাপুজো, শীতলাপুজো, চড়ক ও গাজন এবং রামনবমী।

কালীঘাটে কালীপুজোর রাতে দেবীকে কালীরূপে নয়, লক্ষ্মীরূপে আরাধনা করা হয়। কালীঘাটের এই লক্ষ্মীপুজো মহালক্ষ্মী পুজো নামেও খ্যাত। এর আর এক নাম শ্যামা লক্ষ্মীপুজো।

অলক্ষ্মীকে গোবরের পুতুল মতো করে মূল মন্দিরের বাইরে রাখা হয়। তারপর মন্দিরের সেবায়েত হালদার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক "মুন্না বাবু"-কে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি

তরুণ মোহন, সাংবাদিক

নয়াদিল্লি/মধুবাণী, 6 অক্টোবর, ২০২৫ (এজেন্সি)। আজ তাঁর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকীতে মানুষ প্রখ্যাত সাহিত্যিক উদয় কান্ত পাঠক "মুন্না বাবু"-কে স্মরণ করেছে এবং তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছে।

"মুন্না বাবু" ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২০, আশ্বিন শুক্লা ত্রয়োদশী (বিক্রম সংবৎ চন্দ্র মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি) ৮৬ বছর বয়সে মারা যান।

মধুবাণী থেকে প্রাপ্ত খবর অনুসারে, শ্রী পাঠকের পৈতৃক গ্রাম বেজায় আচার অনুষ্ঠানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্র পাঠক এবং কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দ পাঠক একটি ব্রহ্মভোজ (উদযাপন) আয়োজন করেছিলেন। ভিখ ভগবানপুরের বাসিন্দা পণ্ডিত উদিত নারায়ণ ঝা এই আচার অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করেছিলেন।

দারভাঙ্গার ডেনভি রোডে অবস্থিত তাঁর বাসভবনে তাঁর কন্যা, শ্রীমতী নীলম ঝা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জনসাধারণ তাঁকে স্মরণ করেন। সেখানে একটি ব্রহ্মভোজেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

নয়াদিল্লির খবরে বলা হয়েছে যে, বসুন্ধরার ইউএনআই অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর বাসভবনে, যেখানে তিনি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেছিলেন, সেখানে তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মানুষ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

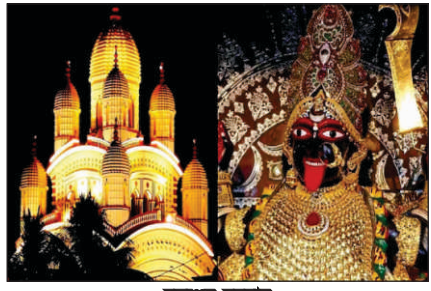

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রখ্যাত "বার্নি রিলিফ", ব্রিটিশ মিউজিয়াম। ব্যাবিলন, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া, ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। প্রাচীন ব্যাবিলনের বলাকামাতৃকা।

পাণ্ডুর রাজার ঢিবির পক্ষীমাতৃকা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রক্তাক্ত খগেন মুর্মু- হেনস্থা করা হয় শঙ্কর ঘোষকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নাগরাকাটা : উত্তরবঙ্গে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। এখনও পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ২৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এই অবস্থায় রবিবার কলকাতায় হয়ে গেল দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। যা নিয়ে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে রবিবার থেকে লাগাতার আক্রমণ করেছেন বিরোধীরা। চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু সোমবার সেই উত্তরবঙ্গে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে বেদম মার খেলেন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করা।অন্যদিকে সোমবারই উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতা থেকে বিশেষ বিমানে দুপুরে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় পৌঁছচ্ছেন তিনি। সেখান থেকে যাবেন বিপর্যস্ত এলাকায়। উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন রাজ্য পুলিশের DG রাজীব কুমার ও ADG STF বিনীত গোয়েল। এদিকে বাগডোগরা পৌঁছেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সবমিলিয়ে উত্তর বঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘিরে তুঙ্গে রাজনীতি।শুধু তাই নয়, কপালে জুটল তীব্র লাঞ্ছনা। রীতিমতো প্রবল মার খেতে হল নেতাদের।

ধস বিধ্বস্ত নাগরাকাটা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন শঙ্কর ঘোষ, খগেন মুর্মু সহ বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করা। সেখানে গিয়ে মারধরের মুখে পড়েন তাঁরা। এলাকার কিছু মানুষের গুন্ডামির মুখে নাকাল হন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ও মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু।

প্রবল আঘাত ও মারে মাথা ফেটে যায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর। রক্তে সারা মুখ ভিজে যায় তাঁর। পিছন থেকে বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে ধাক্কা মারা হয়। কিন্তু এরা কারা, কোনও দলের সমর্থক কিনা, এখনও নিশ্চিত জানা যায়নি।

নাগরাকাটার বামনডাঙা যাওয়ার মুখে বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাঁরা। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। গাড়িতে পাথর, জুতো, লাঠি ছোড়া হয়। বিক্ষোভের মুখে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন বিজেপি বিধায়ক-সাংসদরা। পিছনে তৃণমূল আছে, অভিযোগ করেন বিজেপি নেতারা।

শঙ্কর ঘোষ ও খগেনমুর্মু, কোনও ক্রমে পালান পরিস্থিতি থেকে। সঙ্গে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও আটকানো যায়নি আক্রমণ। ছবিতে দেখা যায়, খগেনমুর্মুরজামাকাপড় রক্তে ভেসে গিয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় গাড়ির মধ্যে বসে ছালেন তিনি। তাঁর কপাল, চোখ রক্তে ভরা। ঝর ঝর করে পড়ছে তা পাঞ্জাবি ও উত্তরীয়তে। কোনওভাবেই রক্ত আটকানো যাচ্ছে না। ভিডিওতে দেখা যায়, এক দল লোকজন

নিরাপত্তারক্ষীদেরওতোয়াক্কা না করে তাদের ঠেলে ফেলার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বিজেপির নেতারা।

(৩ পাতার পর)

ময়নাগুড়ি বন্যা পরিস্থিতির এলাকায় উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রামমোহন রায়

দেবেন বলে জানিয়েছেন। দিনভর উদ্ধার কাজে চেষ্টা চালিয়ে দিলেন রামমোহন রায়। ময়নাগুড়ি ব্লকের বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন রামশাই অঞ্চল পানবাড়ি। আমগুড়ি অঞ্চল চারের বাড়ি, বেতগাড়া, ধাওলাগুড়ি, জলদান, কয়েকটি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বন্যার কবলিতো এলাকা থেকে প্রাণে বাঁচতে পার্শ্ববর্তী স্কুল ও আমগুড়ি রামমোহন হাই স্কুলে আশ্রয় ন্যায়। তাদেরকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করানো হয়। বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে খাবার,তিরপল, দেওয়া হয়। তৃণমূলের জেলার যুব সভাপতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। বন্যায় কবলিত এলাকার মানুষদের উদ্ধার কাজে দিনভর কাজ করেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসী	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মেয়েদের ঘর সংসার এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে দেবী দুর্গার ইতিকথা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

স্বয়ং দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। তবে রামায়ণের প্রকৃত রচয়িতা বাল্মিকী মুনি রামায়ণে রামচন্দ্রকৃত দুর্গাপূজার কোনো কিছু উল্লেখ করেননি। উপরন্তু রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদেও এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এই প্রচলিত তথ্য অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে শরৎকালে দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। হংস নারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে, 'অকালবোধন শরতে বৈদিক যজ্ঞের আধুনিক রূপায়ণ ছাড়া আর কিছুই না।'সনাতম ধর্মের যেকোনো পূজার ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সংস্কৃত মন্ত্রগুলো। দুর্গাপূজার মন্ত্রগুলো সাধারণত শ্রী শ্রী চণ্ডি থেকে পাঠ করা হয়। ঢাক-ঢোল, খোল করতাল, সুগন্ধি আগরবাতি আর এগুলোর সাথে সংস্কৃতমন্ত্র পবিত্র এক পরিবেশের জন্ম দেয় ।সেই কারনে রামচন্দের দুর্গাপূজার কোন নির্দিষ্ট বিধান নেই। সেজন্যই হয়ত বাংলায় অকাল বোধনের কোন নির্দিষ্ট কোন "ভাব" নেই। কৃত্তিবাস ওঝার দৌলতে অবশ্য আমরা শিশুকাল থেকেই অকালবোধনের কথা শুনে এসেছি। তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে সবিস্তারে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বিবরণ দিয়েছেন। সে বিবরণ অনেকটা এ রকম ছিল। অপহৃত পত্নী সীতাকে উদ্ধার প্রকল্পে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে শ্রী রামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করেছিলেন। রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষণ ও বিপুল সৈন্য বাহিনীর সাহায্যে লংকার সকল বড় বড় বীরদের নিধন করেছেন। তখন শ্রান্ত ও বিদ্ধস্ত রাবণ একা কোনক্রমে লঙ্কপুরী রক্ষা করে চলেছেন। এমন সময় একবার হনুমানের হাতে প্রচন্ড প্রহারে রাবণ জ্ঞান হারালেন। অবস্থা বেগতিক বুঝে শ্রীরাবণ তখন মাতা অম্বিকার স্তব শুরু করে দিল। রাবণের কাতর প্রার্থণায় দেবী হৈমবতীর দয়া হল। তিনি কালীরূপে আবির্ভূত হয়ে রাবণকে নিজ ক্রোড়ে নিয়ে দিলেন অভয়বার্ত্তা। শয়তান রাবণকে দেওয়া দেবী কালীর অভয়বাণী সকল দেবদেবীদের মনে ভয় ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করল। এই দুঃসংবাদে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র প্রমাদ গুনলেন। বীর ইন্দ্র ব্রহ্মার কাছে গিয়ে রাবণকে দমন করার জন্য প্রার্থণা করলেন। সকলের প্রার্থণায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব ব্রহ্মা শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিলেন – দুর্গাপূজা করো, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। শ্রীরামচন্দ্র উৎকণ্ঠাসহ জানালেন – তা কেমন করে হবে, কারণ দুর্গাপূজার প্রশস্ত সময় হল বসন্তকাল, এখন হল শরৎকাল, আর শরৎকাল হল অকাল, তা ছাড়া বিধান হল অকালবোধনে নিদ্রাভঙ্গের পবিত্র সময় হলো কৃষ্ণানবমীতে। তা ছাড়া সুরথরাজা পূজা শুরু করেছিলেন প্রতিপদে, তা হলে এখন পূজা করব কি ভাবে? ব্রহ্মা বললেন, "আমি ব্রহ্মা, বিধান দিচ্ছি, শুক্লাষষ্ঠীতে বোধন করো।" শুনে রাম মহাখুশি হলেন। দেবাদিদেব ব্রহ্মার আদেশে শ্রীরামচন্দ্র দেবী দুর্গার অকালবোধনের প্রস্তুতি নিলেন। শ্রীরামচন্দ্র নিজে দেবী দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা তৈরী করে পূজা করেছিলেন। ষষ্ঠীর সন্ধায় বেল গাছের তলায় হল দেবীর বোধন। অধিবাসের সময় রাম স্বহস্তে বাঁধলেন নবপত্রিকা। শ্রীরাম চণ্ডীপাঠ করে উৎসব করলেন । এই সপ্তমীর দিন সকালে স্নান করে রাম 'বেদবিধিমতে' পূজা করলেন। অষ্টমীর দিনও তাই। অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে রাম সন্ধিপূজা করলেন। দুই দিনই রাতে চণ্ডীপাঠ করা হয়েছিল।বহুরকম বনফুল ও বনফলে পূজার আয়োজন হল। 'তন্ত্রমন্ত্রমতে' পূজা হল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র দেবীর দর্শন পেলেন না। তখন বিভীষণ উপদেশ দিলেন – নীলপদ্মে পূজা করলে দেবী নিশ্চয় পরিতুষ্ট হয়ে দর্শন দেবেন। নীলপদ্ম, সে তো বড় দুর্লভ, ধরাধামে একমাত্র দেবীদহ হ্রদেই নীলপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, আর সে হ্রদ তো লঙ্কা থেকে বহু দূরে, এ বিপদের কথা শুনে হনুমান আর স্থির থাকতে পারলেন না, এক নিমেষে দেবীদহ হ্রদ থেকে এনে দিলেন একশত আটটি নীল পদ্ম। কিন্তু পূজার মুহূর্তে রাম দেখতে পেলেন একটি ফুল কম পরেছে, তাই তিনি তাঁর নিজের নীলপদ্মের মত একটি চক্ষুকেই নিবেদন করতে উদ্যত হলেন, তখন দেবী কাত্যায়নী শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত ধরে বাধা দিলেন। রাবণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার জন্যই দেবী দুর্গা ছলনা করে একটি নীল পদ্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু শ্রীরামের একাগ্রতা ও অসীম ভক্তির কাছে দেবী দুর্গার পরাজয় হলো, বাধ্য হয়ে দেবী দুর্গা শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণ বধের বর প্রদান করলেন। দেবী দুর্গার বর লাভ করে শ্রীরামচন্দ্র অকাল বোধনের মহাসপ্তমীতে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং মহাস্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে শ্রী রাবণকে বধ করতে সক্ষম হন। এ সময়েই অকাল বোধনের সন্ধিপূজা করা হয়ে থাকে। আর মহাদশমীর দিন রাবণকে চিরশয্যায় অর্থাৎ দাহ করা হয়েছিল। এরপর রাম দশমীপূজা সমাপ্ত করে মৃন্ময়ীদুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন দিয়ে অকাল বোধন সমাপ্ত করেন। আরাধ্য দেবী শক্তি, মহাশক্তি, দশোভূজা শিবানী ইতিহাস এখানে শেষ নয়। তথাকথিত ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কুমারী পূজা। দেবী পুরাণে কুমারী পূজার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। শাস্ত্র অনুসারে সাধারণত ১ বছর থেকে ১৬ বছরের অজাতপুষ্প সুলক্ষণা কুমারীকে পূজার উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ অবিবাহিত কন্যা অথবা অন্য গোত্রের অবিবাহিত কন্যাকেও পূজা করার বিধান রয়েছে। এদিন নির্বাচিত কুমারীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। দেবীর মত সাজিয়ে হাতে দেওয়া হয় ফুল, কপালে সিঁদুরের তিলক এবং

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

সালমান-ঐশ্বরিয়ার সম্পর্কের গোপন বিষয় প্রকাশ্যে আনলেন প্রতিবেশীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড সুপারস্টার সালমান খান ও সাবেক বিশ্বসুন্দরী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সম্পর্ক একসময় বলিপাড়ায় ছিল ওপেনসিক্রেট। ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত প্রেম-বিচ্ছেদ কাহিনি এটি।

যদিও এ তারকা জুটির প্রেমের সূচনা হয়েছিল পর্দার আড়ালেই। তবে সময়ে গড়িয়ে একসময় আলোচনায় আসে 'হাম দিল দে চুকে সনম' সিনেমার মাধ্যমে। সেই সিনেমার রোমান্স যেন বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল।

অথচ সেই রূপকথার প্রেমই একসময় রূপ নেয় বিষাদে। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, কর্মজীবনেও কঠিন আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল এ সাবেক বিশ্বসুন্দরীকে।

সালমান-ঐশ্বরিয়ার সম্পর্ক প্রসঙ্গে 'হাম দিল দে চুকে সনম' সিনেমার সহ-অভিনেত্রী স্মিতা জয়কর সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ওদের প্রেম পর্দাতেও ফুটে উঠেছিল। সিনেমার সাফল্যে তা বড় ভূমিকা রেখেছিল।

তবে অন্য সহ-অভিনেত্রী শিবা চাড্ডা ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, শুটিং সেটে সালমানের মেজাজি স্বভাব বহুবার দেখেছি। একবার ক্ষেপে গিয়ে হুট করে সেট ছেড়ে বেরিয়ে যান। এমনকি এক ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে আমাকে আলিঙ্গন করার কথা ছিল, তিনি তা করতে অস্বীকার করেন। শুটিং বন্ধ হয়ে যায়, পরে বানসালি এসে তাকে বোঝান।

ঐশ্বরিয়ার প্রতিবেশী পরিচালক প্রহ্লাদ কাক্কড় ছিলেন অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠজন। ঐশ্বরিয়ার মায়ের একই ভবনে থাকতেন তিনি। সম্পর্কের শুরুর দিক থেকে ক্যারিয়ারের উত্থান—সবকিছু কাছ থেকে দেখেছেন তিনি।

এ বিজ্ঞাপন জগতের কিংবদন্তি বলেন, সালমান খান ছিলেন ভীষণ আক্রমণাত্মক। ঐশ্বরিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইতেন। আমি একই ভবনে থাকতাম, সবকিছু শুনতাম-দেখতাম। ঝগড়া, চিৎকার— এমনকি দেয়ালে মাথা ঠোকা...। এগুলো নিয়মিত ছিল।

তিনি বলেন, সম্পর্ক আসলে অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছিল, শুধু ঘোষণাটা পরে এসেছে। বিচ্ছেদটা সবার মধ্যে স্বস্তি এনেছিল—ঐশ্বরিয়ার, তার বাবা-মায়ের, এমনকি সালমানেরও।

ঐশ্বরিয়ার জন্য সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছিল বলিউড থেকে। প্রহ্লাদ বলেন, ঐশ্বরিয়া ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল। বিচ্ছেদ নিয়ে ওর ততটা দুঃখ ছিল না, বরং আঘাত পেয়েছিল। কারণ ইন্ডাস্ট্রি পুরোপুরি সালমানের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাকে যেন একঘরে করে দেওয়া হয়েছিল।

এ পরিচালক বলেন, আজকের ঐশ্বরিয়া রাই—একজন বিশ্বসুন্দরী, সফল অভিনেত্রী, জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের শুভেচ্ছাদূত, আবার এক সন্তানের মা। প্রহ্লাদ বলেন, সম্পর্ক ভাঙনের পর যে মানসিক আঘাত তিনি পেয়েছিলেন, তা এখনো কোথাও না কোথাও রয়ে গেছে। হয়তো সে কারণেই আগের মতো নিয়মিত পর্দায় আসেন না অভিনেত্রী।

হুমার বাগদানের খবরে বলিউডে তোলপাড়, যা বললেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খানের ছোটভাই সোহেল খানের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন বলে গত দুই বছর ধরে চর্চা চলছিল অভিনেত্রী হুমা কোরেশির। এর মধ্যেই কি সত্যিই বাগদান সারলেন অভিনেত্রী? সে প্রশ্নে হুঙ্কার দিলেন হুমা— সবাই শান্ত হন।

নীরবতা ভাঙলেন অভিনেত্রী হুমা কোরেশি। দুদিন আগের কথা— বাগদান সেরেছেন অভিনেত্রী। তার আগে শোনা গিয়েছিল, সালমান খানের ভাই সোহেল খানের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন হুমা কোরেশি। কিন্তু তা নিয়েও কোনো কথা বলেননি অভিনেত্রী। এসব জল্পনার মাঝে ইঙ্গিতপূর্ণ লেখা শেয়ার করে নিলেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি খাবারের ছবি শেয়ার করেছেন। তার ওপরে অভিনেত্রী লিখেছেন—সবাই শান্ত থাকুন। নিজের কাজে মন দিন। আমি দক্ষিণ কোরিয়ায় এসে পৌঁছালাম।

নায়িকার বাগদানের যত জল্পনা, তার সূত্রপাত হচ্ছে—হুমার ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর সামাজিক মাধ্যমের একটি পোস্ট থেকে। অভিনয় প্রশিক্ষক রচিত সিংয়ের সঙ্গে নাকি সম্প্রতি আংটিবদল করেছেন অভিনেত্রী। খবরটি প্রকাশ্যে আনেন হুমা ও রচিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আকশা সিং।

আকশা তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। সেখানেই রচিত ও হুমাকে রংমিলান্তি কালো পোশাকে দেখা গিয়েছিল। তাতে আকশার লেখা ক্যাপশন দেখে জল্পনার সূত্রপাত। হুমা-রচিতের ছবি দিয়ে তিনি লিখেছিলেন— তোমাদের ছোট্ট স্বর্গরাজ্যের জন্য শুভেচ্ছা। আজকের রাতটা দারুণ কাটুক। ছবিতে হুমার অনামিকায় হীরের আংটি দেখে নেটিজেনদের মাঝে গুঞ্জন—এবার হয়তো সংসারী হচ্ছেন হুমা কোরেশি।

দিশার কথা রাখলেন যোগী আদিত্যনাথ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিন দুই আগে বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানির বাড়িতে হামলার ঘটনায় নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। অভিনেত্রীর বাড়ির সামনে যারা অতর্কিতে গুলি চালিয়েছিলেন, তাদের শাস্তি দেবে উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। দিন দুই পর ১৭ সেপ্টেম্বর পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা যান ওই দুই ব্যক্তি।

গাজিয়াবাদে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এসটিএফের (স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স) সঙ্গে গুলিবিনিময় হয় ওই দুই ব্যক্তির। সেখানেই পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় রবিন্দ ওরফে কুলু ও অরুণের। উভয়েই কুখ্যাত গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার ও রোহিত গোদারার সহযোগী।

আরও জানা গেছে, দুই ব্যক্তি নিহতের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এ দিন উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন দুই অপরাধী এবং পুলিশের মুখোমুখি সংঘর্ষের কথা সংবাদমাধ্যমকে জানায়। এ-ও দাবি করে, ঘটনা নিয়ে তদন্ত চলছে।

বলিউডের ওপর বহু বছর ধরে কালো ছায়া বিছিয়ে রেখেছে অপরাধজগৎ। বলিউডের বহু খ্যাতনামা নানা সময়ে গ্যাংস্টারদের থেকে হুমকিবার্তা পেয়ে আসছেন। কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার পর বলি ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খান যেমন লরেন্স বিষ্ণোইয়ের নিশানায়। যার জেরে নানা সময়ে অঘটনের শিকার কপিল শর্মাসহ সালমান-ঘনিষ্ঠরা।

সেই তালিকায় ছিলেন অভিনেত্রী দিশা পাটানিও। গত সপ্তাহে তার বোরেলির বাড়ির সামনে আচমকা হামলা চলে। কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় সন্দেহভাজন দুই বাইক-আরোহী। কেউ হতাহত না হলেও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পাটানি পরিবার। আতঙ্ক ছড়ায় বলিউডেও। ঘটনার দায় স্বীকার করে গোল্ডি ব্রার, রোহিত গোদারা।

এর পরই দিন দুই আগে গভীর রাতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা হয় অভিনেত্রীর বাবার। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেন, অপরাধীরা পাতালে লুকালেও তাদের মাটি খুঁড়ে বের করে এনে শাস্তি দেওয়া হবে। সেই কথা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রেখেছেন।

বিশ্বকাপে নেইমার হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তারকা: রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রায় দুই বছর ধরে ব্রাজিল জাতীয় দলের বাইরে আছেন নেইমার জুনিয়র। চোটের কারণে কার্লো আনচেলত্তির ডাকা দুইবারের স্কোয়াডে তার জায়গা মেলেনি। নেইমার আবার কবে ব্রাজিলের জার্সি গায়ে জড়াবেন তা নিয়েও রয়েছে অনিশ্চয়তা। তবে সাবেক সেলেসাও কিংবদন্তিরা নেইমারকে নিয়ে উচ্চাশা প্রকাশ করতে ছাড়েন না। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপে তিনি ব্রাজিলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আশাবাদী রোনালদো নাজারিও।

ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই নম্বর নাইন বলেন, 'ব্রাজিলের যেসব খেলোয়াড় আছে তারা খেলার উপযোগী থাকলে যেকোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব। আমার বিশ্বাস নেইমারও (খেলতে) পারবে, বিশ্বকাপে সে হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তারকা। প্রত্যেকেই তাকে শতভাগ ফিট দেখতে চায়। (কার্লো) আনচেলত্তিও এটাই চান এবং একই চাওয়া নেইমারেরও। আমি দেখেছি ব্রাজিল দলকে বিশ্বকাপে সহায়তা করতে তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তার।'

সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তিও নেইমারের দলে ফেরার শর্ত হিসেবে ফিটনেসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নেইমার কেমন খেলে আমরা তা পর্যবেক্ষণ করতে যাব না, সবাই তার প্রতিভা সম্পর্কে জানে। আধুনিক ফুটবলে নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন ভালো শারীরিক অবস্থা। যদি তার ফিটনেস সেরা অবস্থায় থাকে, তার জাতীয় দলে ঢুকতে কোনো সমস্যা হবে না। সবাই নেইমারকে পরিপূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ব্রাজিল দলে পেতে চায়। যা নিয়ে আমি তার সঙ্গে আগেও কথা বলেছি।'

২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলার সময় এসিএল (অ্যান্টেরিওর ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট) ইনজুরিতে পড়েন নেইমার। এরপর সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালে নাম লিখিয়ে এক বছরের প্রায় পুরোটা সময় মাঠের বাইরে কাটান। চলতি বছরের জানুয়ারিতে শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরে আসলেও পুরোপুরি ইনজুরিমুক্ত হতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে ঘন ঘন চোটের কারণে মাঠের বাইরে চলে যাওয়া তার নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

সেপ্টেম্বরে বাছাইয়ের দুই ম্যাচের জন্য ব্রাজিলের প্রাথমিক স্কোয়াডে নেইমারকে রেখেছিলেন আনচেলত্তি, কিন্তু উরুতে চোট পাওয়ায় চূড়ান্ত দলে জায়গা হারান। মাঠেও ফিরেছেন সাবেক এই বার্সেলোনা ও পিএসজি তারকা। গত রোববার সান্তোসের হয়ে মাঠে নেমে তার দল অ্যাতলেটিকো মিনেইরোর সঙ্গে ১-১ সমতায় ম্যাচ শেষ করে। ম্যাচ চলাকালীন কিছুটা চোটের অস্বস্তিতে দেখা যায় তাকে। তার ঘনঘন ইনজুরি নিয়ে হতাশ ফুটবলভক্তরা সমালোচনা করলেও রোনালদো নাজারিও বলেন, 'অতিরিক্ত সমালোচনা হচ্ছে, কিন্তু তাকে নিয়ে প্রত্যাশাও অনেক বেশি। একই কারণেই তারা খেলাটাকে ভালোবাসে। নেইমারও জানে তাকে কী করতে হবে, বিশ্বকাপে খেলতে হলে নিবেদন হতে হবে শতভাগ।'

রোনালদো আরও বলেন, 'সে ভয়াবহ ইনজুরি থেকে ফেরায় তার জন্য কঠিন সময় পার করা স্বাভাবিক। খেলার ছন্দে ফিরতে বারবার তাকে মানিয়ে নিতে হবে।' আনচেলত্তির নেতৃত্ব নিয়ে তিনি বলেন, 'আনচেলত্তি অসাধারণ ব্যক্তি, দলগত কাজ করে, যিনি দলের মাঝে ঐক্য ও প্রেরণা জোগান। কৌশলগতভাবেও তিনি দুর্দান্ত, ফুটবলের সত্যিকার বিজয়ী। সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্যে আনচেলত্তি ও ব্রাজিল দল তাদের সর্বোচ্চটুকু করবে।'

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে ৮৮ রানে হারাল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আবারও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ, আবারও উত্তেজনা। তবে মাঠে লড়াই জমেনি একটুও। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে কলম্বোয় রোববার হাইভোল্টেজ ম্যাচে পাকিস্তানকে ৮৮ রানে হারিয়ে দিল ভারত। শুধু জয়ই নয়, পাকিস্তানের বিপক্ষে নারী ওয়ানডে সংস্করণে এটি ভারতের টানা ১২তম জয়। যার মধ্যে পাঁচটিই বিশ্বকাপে।

তবে মাঠের বাইরের দৃশ্যই আলোচনায় বেশি। টসের সময় ভারত অধিনায়ক হারমানপ্রিত কৌর করমর্দন করেননি পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানার সঙ্গে। ম্যাচ শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের মাঝেও করমর্দন দেখা যায়নি, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ভারত সব উইকেট হারিয়ে তোলে ২৪৭ রান। ইনিংসটি গড়ে ওঠে ছোট ছোট অবদান আর শেষ দিকে রিচা ঘোষের ঝড়ো ক্যামিওতে। ২০ বলে ৩৫ রানে অপরাজিত থেকে দলকে আড়াইশ ছুঁইছুঁই সংগ্রহ এনে দেন এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।

এর আগে হারলিন দেওল ৪৬, জেমিমাহ রদ্রিগেজ ৩২, দীপ্তি শর্মা ২৫ ও মান্ধানা ২৩ রান করেন। পাকিস্তানের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল ছিলেন ডায়ানা বেগ (৪ উইকেট) ও ফাতিমা সানা (২ উইকেট)।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে একমাত্র সিদরা আমিন ছাড়া কেউই দাঁড়াতে পারেননি। ১০৬ বলে ৮১ রানের ইনিংস খেলেও দলকে বাঁচাতে পারেননি তিনি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর ছিল নাতালিয়া পারভেজের ৩৩। বাকিরা একের পর এক ফিরে যান ভারতের আঁটসাঁট বোলিংয়ের সামনে। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত গুটিয়ে যায় ১৫৯ রানে, ৪৩তম ওভারে। অতিরিক্ত রান বাদ দিলে বাকি ব্যাটারদের সম্মিলিত রান মাত্র ৭০।

ভারতের হয়ে দারুণ বোলিং করেন সবাই। সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন পেসার ক্রান্তি গৌড়। ১০ ওভারে ৩ মেডেনসহ মাত্র ২০ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন তিনি। দীপ্তি শর্মা ৩ উইকেট ও স্নেহ রানা ২ উইকেট তুলে নেন।

এই জয়ের মাধ্যমে ভারতের মেয়েরা টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় জয় পেল, অন্যদিকে পাকিস্তান হেরে বসলো টানা দ্বিতীয় ম্যাচে। এর আগে তারা বাংলাদেশ দলের বিপক্ষে হেরেছিল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR